ওঁ ব্রজানন্দ ওঁ

গুরু দর্শন

[যুগাবতার শ্রীশ্রী ব্রজানন্দের জীবনাদর্শের উপর ধর্মীয় মুখপত্র]

বিশেষ সংখ্যা

প্রথম প্রকাশ কাল ঃ ৩০শে কার্তিক ১৩৯৯ বাংলা
১৬ই নভেম্বর, ১৯৯২ইং, সোমবার।

দ্বিতীয় প্রকাশ কাল ঃ ২৯শে কার্তিক ১৪১৬ বাংলা
১৬ই নভেম্বর, ২০০৯ইং, সোমবার।

সম্পাদকীয় ঃ

"গুরু কৃপাহি কেবলম" বিশ্ব জগত গুরু শ্রী শ্রী ব্রজানন্দের অশেষ কৃপায় "গুরুদর্শন" ধর্মীয় পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে ব্রতী হয়েছি।

মানুষ ভগবান ব্রজানন্দ বিশ্বে এক অপূর্ব বিস্ময়। ব্রজানন্দ সাধক নহেন স্বয়ং সাধ্য। ধর্মীয় জগতে উনার স্থান স্বতন্ত্র। অন্যান্য মহাপুরুষগণের ন্যায় তিনি কোন দেবতার সাধনা করেন না। জীবের কল্যাণের জন্যই মানবপ্রেমিক ব্রজানন্দের মর্ত্তে আগমন। ব্রজানন্দের আদর্শ জীবনে চির সুন্দর প্রতিষ্ঠা করে মানুষকে এই পঙ্কিল পৃথিবীতে মুক্তির পথ দেখায়।

গুরুদেবের নিত্য দিনের ও সমবেত উপাসনার মন্ত্রগুলো বাণীবদধ আকারে লিপিবদ্ধ করা ও বিভিন্ন সময়ে কলিকাতা 'গুরুধাম' পত্রিকায় প্রকাশিত সুধীজনদের লেখা "গুরুদর্শন" ধর্মীয় মুখপত্র স্থান পেয়েছে। কিঞ্চিৎমাত্র ভক্তহৃদয়ে স্থান পেলে আমার এই সম্পাদনা স্বার্থক মনে করব।

জয় ব্রজানন্দ হরে, পাপ হরে, তাপ হরে, মনের কলুষ হরে।

বিনীত-

সুনীল বিশ্বাস

ব্রজানন্দ বেদবাণী

(ভগবান ব্রজানন্দের পত্রলিপি ও দৈনন্দিন বাণী হইতে সংগৃহীত)

১। বাৎসল্য ভাব নিয়ে যে আমায় লালন পালন করে- কৃপা পরবশ হইয়া আমি তাকে ধরা দেই। যে যেভাবে আমায় ভজনা করে আমি সে ভাবেই তার সাথে একাত্ম হইয়া যাই। যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ।

২। স্বভক্তি সাধন ভজনে মায়া জাল ছিন্ন হয়- পাপ অবিদ্যা দূর হয়। ভগবৎ পদে নিষ্ঠালাভ হয় - নিষ্ঠা হইতে নামে রুচি হয়- রুচি হইতে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে ভাবের উদয় হয়। ভাব হইতে প্রেমলাভ হয়। এইখানেই সাধনার সমাপ্তি - ঈশ্বরত্বলাভ।

৩। গুরুময় ভূমন্ডল। গুরুর ইচ্ছা ছাড়া কিছু হইতে পারে না। গাছের পাতা পড়ে না গুরুর ইচ্ছা ছাড়া।

৪। নামের আশ্রয় নিবে- কর্মভোগ সহজে কাটে। না হইলে কর্মভোগ কাটে না।

৫। সংসারে এসেছ মুক্তি লাভের জন্য। ভগবানকে সাথে করে সংসার করবে। গুরুকে সাথে করে সংসার করবে। সেটা সংসার নয়। মুক্তিরই কারণ।

৬। গুরু যদি সঙ্গের সাথী হয়- যাওয়া স্থায়ী হয়। যাওয়ার মত যাওয়া। আর আসতে হয় না। পুটলী থাকলে- যাতায়াত কেবল যাতায়াত। আর ছেচাগুতাত দেখেছ। পুণরপি জননম্ পুণরপি মরণম্। হে মুরারী ত্রাণ কর। বার বার আসা কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

৭। গুরুনাম মহা পবিত্র নাম। এই নাম নিয়ে যে যেমনে ব্রতী হবে- সে সেইভাবেই জযী হবে।

৮। ব্রজানন্দ জগন্মাতা- ব্রজানন্দ জগত্রাতা - জগৎ পালক।

৯। যে কোন কাজ গুরুর। গুরুর চরণ অমূল্য ধন। খরিদদার নাই। লক্ষ টাকা। যার তার কাম না। বড় বাপের বেটীর কাম। অমূল্য ধন- গুরুর চরণ।

১০। জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক করা সর্ব্বাগ্রে কর্তব্য। গুরু সেবার বিঘ্ন ঘটাইয়া নিজ উদ্দেশ্য সাধন, গুরুকৃপা হতে বঞ্চিত করে। আগে ঠিক করতে হবে জীবনের উদ্দেশ্য। তার জন্য নির্দেশিত পথে চলতে হবে। গুরু সেবায় বিঘ্ন ঘটাইয়া জীবনের উদ্দেশ্য সাধন হয় না।

১১। কত অপরাধ করে ধর্মে থাক- অশান্তি কেন হবে। অধর্ম ছেড়ে দাও- গুরুনাম কর- আপনিই শান্তি হবে।

১২। ব্রজানন্দ বায়ু। তার গতি কে রোধ করে ? স্মরণ মাত্রই আমি তোমার অন্তরে বিরাজ করি।

১৩। সকলকে সমান চক্ষে দেখ। সমান ভাব রাখ। ফুল জল ছিটান এগুলো কিছু না। মনের দ্বন্দ্ব মিটাও তবেই সব হবে।

১৪। বটতলা সিদ্ধপীঠ। এখানে যে যা মানস করবে তাই সফল হবে।

পূণ্যভূমি

গুরুধাম - ব্রহ্মচারী (১৩৭০ বাংলা কলিকাতা গুরুধাম পত্রিকা থেকে)

পথের ধারে পূণ্যভূমি গুরুধাম। গুরুধামে করুনাঘন ভগবান শ্রী শ্রী ব্রজানন্দের সেবা ও পূজার অধিকার লাভ করে আমার জীবন ধন্য। ঠাকুর ব্রজানন্দ আমার জীবন- সর্ব্বস্ব। তিনি আমার ত্রাণকর্তা। তিনি আমার ধ্যান ও জ্ঞান। জীবনের সকল কর্ম্মে তিনি আমার পথ প্রদর্শক।

গুরুধামের আঙ্গিনায় জতিধর্ম্ম নির্বিশেষে সকল ভক্তশিষ্য সমবেত হয়ে বিশ্বগুরু ব্রহ্মানন্দের চরণে প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করেন। গুরুধাম বিশ্বের সকল ধর্মীয় কোলাহলের শান্তিপূর্ণ সমন্বয়ের কেন্দ্রস্থল।

বিশ্বপিতা ব্রজানন্দ ভক্তবৎসল। ভক্ত তাহার প্রাণ। ভক্তকে রক্ষা করা তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম। ভক্তের মুক্তি তাঁহার জীবন বেদ। কিন্তু তাহার আশীর্ব্বাদ লাভ করার জন্য আমাদের একনিষ্ঠ চিত্তে তাঁহাকে স্মরণ করতে হবে এবং সকল অহং ত্যাগ করে তাঁহার পদতলে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

গুরুধামের দৈনন্দিন বিভিন্ন কার্য্যের গুরুভার আমার সীমাবদ্ধ শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে নিস্পাপ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি। যুগাবতার ব্রজানন্দের গুরুধাম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সফল করার জন্য এ গুরুধাম মন্দিরের প্রাত্যহিক কর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য ভক্তশিষ্যগণের সমবেত প্রচেষ্ঠার প্রয়োজন। সেই হেতু ভক্তশিষ্যগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

বিশ্বমানের হিতাকাঙ্খী গুরুধাম মন্দিরের ধর্ম্মীয় মুখপত্র 'গুরুধাম' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা শ্রীশ্রীগুরুদেব ব্রজানন্দের ধর্ম্মাদর্শ, জীবন ও বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হল। আশা করি, ভগবান ব্রজানন্দের আশীর্ব্বাদ ও ভক্ত শিষ্যগণের সম্মিলিত সহযোগীতায় 'গুরুধাম' পত্রিকা দীর্ঘজীবি হবে।

দিব্য সর্ত

শ্রী শ্যামাপদ সেন কলিকাতা

জীবনের কেন্দ্রে আছে জীবনেশ্বরের আসন;
তুমি যদি মাগ তাঁর অপরূপ দিব্য দরশন,
অদিব্যের রাজ্য হ'তে তবে তুমি এস বাহিরিয়া,
উজ্জ্বল মার্জিত করি রাখ তব মর্ত্য-ক্লিন্ন হিয়া,
সংসারের নামরূপে না ভুলিয়া জপ তাঁরি নাম,
ব্যাকুল হইয়া তাঁরে ডাক আপনাতে অবিশ্রাম;
ভুলে যাও আত্মসুখ, বন্ধ কর আত্ম প্রচারনা;
রাখ দূরে সংসারে যত লাভক্ষতি আলোচনা;

অন্তরে জাগায়ে রাখ নিশিদিন সুদৃঢ় প্রত্যয়,
অর্ন্তযামীর সঙ্গ কভু মিথ্যা হইবার নয়।
সহজ বিশ্বাসে কর নিত্য তাঁরে আত্মনিবেদন ;
বুঝিবে নিঃশেষে তিনি বিশ্বমাঝে শ্রেষ্ঠ প্রিয়জন।
তাঁরি ক্ষণ জ্যোতিঃসঙ্গ সর্ব মোহ দিবে ম্লান করি,
নিঃশেষে চাহিলে তারে তিনিও লবেন তোমা বরি ॥

জয় ভগবান

শ্রীউপেন্দ্রবিনোদ সেন

(গুরুধাম পত্রিকা ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ খ্রিঃ)

চারিদিকে আজি উঠরে গাহিয়া
প্রভু ব্রজানন্দের গান,
ধরার ধুলায় এসেছে নামিয়া
জাগ্রত ভগবান।
পূবের গগণে যুগ ভানু ওই
অপার দীপ্তিময়,
শত জনমের পাপ- গ্লানি যত
চরণ স্পর্শে ক্ষয়।
নামের ধারায় ধরণী মাতায়
অপার লীলাময়,
পাপী-তাপী যত যায়রে তরিয়া
দূরে যায় যম ভয়,
আয় ছুটে আয় অন্ধ-আতুর
ওরে দুঃস্থ সর্ব্বহারা
প্রেমের ঠাকুর আজি বিলাইছে প্রেম
কে নিবি আয় ত্বরা।
পাগল হয়েছে দর্শন লাগিয়া
কোটি ভক্তের দল,
তাই তারা তাঁর চরণ স্পর্শে
প্রাণ করে সুশীতল।
দীন-তারণ শঙ্কা হরণ
মানুষররূপী ভগবান
চরণে তাঁহার লইলে শরণ
পাইবে পরিত্রাণ।
তাই প্রভু ডাকে আয় ত্বরা করে
ওরে অমৃতের সন্তান
তোদের লাগিয়া খুলেছি দুয়ার
বিলাইব আজি নাম।
বিশ্বের হিতে উদিয়াছে হেথা
দয়াময় ভগবান,
এ গুরুধামের প্রাঙ্গণ তলে
কর তাঁর জয়গান।

ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান শ্রী শ্রী ব্রজানন্দ

–সুশীল রঞ্জন চৌধুরী

(গুরুধাম পত্রিকা থেকে)

আজ এই পূন্য তিথিতে সর্বাগ্রে আমাদের প্রাণের ঠাকুর প্রিয়তম গুরুদেবের শ্রী পাদপদ্মে সশ্রদ্ধ প্রেম ও ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই ।

জগদুদ্ভব পালন নাশ করং
করুনৈব পুনস্ত্রয় রুপ ধরম্
প্রিয় মানব সাধু জনৈক গতিং
প্রণমামি ব্রজানন্দম্ কল্পতরুম্

আমাদের প্রাণের ঠাকুর ভগবান ব্রজানন্দ যে ভক্ত - বাঞ্ছাকল্পতরু তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত আমাদের গুরুভাই ভগ্নীদের মধ্যে অনেকেই উপলব্ধি করিতেছেন । ঠাকুর অনেক সময়ই তাঁহার শ্রীচরণের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া শিষ্য এবং ভক্তদের বলিয়া থাকেন, "এই শ্রীচরণে যাহা চাইবি তাহাই পাইবি, ধর্ম, কর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুঃবর্গের ফল এইখানে পাওয়া যায় । তবেকিনা ঠিক ঠিক মত চাওয়া চাই । যদি গুরুতে শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকে তবে কোন চাহিদার অপূরণ থাকে না ।" ঠাকুর আর একদিন আমাকে বলেছিলেন " নিস্কাম ভাবে সংসার ধর্ম পালন করিয়া যাও এবং গুরুরূপী 'খুটাটা' শক্ত করে ধরে রেখে সকল কাজ কর তবে আর পরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না ।"

আমাদের সংসারী জীবের তো চাওয়া এবং পাওয়ার শেষ নাই । তাই অনেক সময় ঠাকুরকে কোন চাহিদার কথা জানালে তিনি আমাকে বলতেন, "বাবা সুশীল, বলতো তোমার কি কোন কাজ বাকী রয়েছে? কোন চাহিদা অপুরণ আছে ?" তখন মনে মনে ভাবতাম, তাই তো আমার প্রাণের ঠাকুরতো বাঞ্ছা কল্পতরু অন্তঃর্যামী ভগবান তিনিতো আমার কেন বাসনাই অপূর্ণ রাখেন নি ।

(ক্রমশঃ)

শ্রী শ্রী ব্রজানন্দ যুগাবতার

তরণীকান্ত বসু

(গুরুধাম পত্রিকা থেকে)

যিনি চির-শরণ্য ও বিশ্ববরণ্যে, যিনি পুণ্যশ্লোক ও নিত্য স্মরণীয়, যিনি কুহেলিকাময় জীবনপথের দিশারী, যিনি আমাদের ভবজীবন সমুদ্রে দিগ্‌দর্শী ধ্রুবতারা, তাহার সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানিবার চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক, যদিও তাহার কৃপা ভিন্ন তাহা জানা অসম্ভব। সাধক রামপ্রসাদ গান করতেন, "কে জানে গো কালী কেমন, ষড় দর্শনে না পায় দর্শন"। সাধক রামপ্রসাদ যেথায় তত্ত্ববিমূঢ়, বিষয়ী অজ্ঞ অসাধক আমার পক্ষে তাহা অতি দুর্বোধ্য, দুরধিগম্য ও দুরাবগাহ।

তবে আমাদের নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থেকে যার যেরূপ ভাব ও শক্তি, সেই ভাব ও শক্তি পূর্ণভাবে প্রয়োগ করে তাঁহাকে বুঝবার চেষ্টা করা উচিত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষোত্তম শ্রী শ্রী ব্রজানন্দ মহাপ্রভুজীউর এই যুগ সন্ধিক্ষণে যুগোপযোগী আবির্ভাব নিরাকার পরব্রহ্মের সাকার মনুষ্য দেহধারী অবতাররূপে ধরায় অবতরণ- আমার এই বক্তব্য এই প্রবন্ধে পরিবেশিত হইল।

যুগ যুগ ধরিয়া বর্ষে বর্ষে শুভ মাঘমাস আমাদের জীবনধারায় একটি মহাশুভ তিথি বহন করিয়া আনে মাঘী পূর্ণিমা তিথি। এই অতি পবিত্র পূণ্যতিথিতে নির্মল পূর্ণচন্দ্রের মত সর্বাঙ্গীন পূর্ণতা নিয়ে গোলকধাম হতে ধরার বুকে অবতীর্ণ হলেন নারায়ণ- নরদেহ পরিগ্রহ করে যুগাবতার ভগবান ব্রজানন্দ শান্ত, স্নিগ্ধ, ভাস্বর- নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত।

এক সময় যে দেশ শাস্ত্রজ্ঞানদীপ্ত ব্রাহ্মণকুল ভারত মাতার মুকুটে মধ্যমণির ন্যায় সমুজ্জ্বল ছিল, সেই বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ প্রাধান্য কনৌজে এক সুখ্যাত ভক্ত ব্রাহ্মণ বংশে স্বামী ত্রিপুরানন্দের নন্দন ভগবান শ্রী শ্রী ব্রজানন্দ শতাধিক বৎসর পূর্বে এই কুলুষসঙ্কুল পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন। ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তার মুখপদ্ম হতে "শিবোহহং" এই অমৃতময়ী বাণী নিঃসৃত হইল। উপস্থিত পূণ্যাত্মাগণ ও তার পিতা ও দীক্ষা গুরু স্বামী ত্রিপুরানন্দ আচম্বিতে এই দিব্যবাণী শ্রবণে বিস্ময়বিহ্বল হলেন ও তাকে স্বয়ং "শিব" জ্ঞানে পূজার্ঘ্য প্রদান করেন, এই দিব্য বাণীতে শ্রীশ্রীব্রজানন্দ আপনাকে "শিব" বলে জগৎ সমক্ষে প্রকাশ করিলেন।

পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রমকালে মহাপ্রভুজিউর মাতৃবিয়োগ হওয়াতে তার পিতা ও দীক্ষাগুরু স্বামী ত্রিপুরানন্দ মহাপ্রভুজীউকে সঙ্গে লয়ে সংসার ত্যাগ করেন ও সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করেন। প্রায় দুই বৎসর যাবৎ পরিব্রাজকরূপে ভারতের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্র পরিভ্রমণ করিতে করিতে অধুনা পূর্ব পাকিস্থানস্থিত ঢাকা নগরীতে বুড়ীগঙ্গা নদী তীরবর্ত্তী কোন এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে বিল্ববৃক্ষ নিম্নে সন্ন্যাসজীবন যাপন করিতে লাগিলেন। এ সময় এক দৈববাণী শ্রুত হইল, "স্বামী ত্রিপুরানন্দ, তোমার পুত্র স্বয়ং ভগবান্ বুড়াশিব। এই শহরের উত্তরাংশে রমনার গভীর অরণ্যে বুড়োশিবের প্রাচীন মন্দিরে আশ্রয় লও।"

সে সময় মহাপ্রভুজীউ সপ্তবর্ষীয় বালক। ত্রিপুরানন্দ স্বামী ও মহাপ্রভুজীউ রমনার শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যে জনশূন্য প্রাচীন বুড়াশিবের মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। শ্রী শ্রী ব্রজানন্দের পরবর্ত্তীকালীন জীবন ঘটনা বলার সহিত যে সমস্ত ভাগ্যবান ঘনিষ্টভাবে সংশিষ্ট ছিলেন বা এখনও আছেন, শ্রী শ্রী ব্রজানন্দের আদর্শ ও দর্শনের পূণ্যধারা বেয়ে যে সমস্ত ভক্তযোগী জীবনের পিচ্ছিল পথে অকুতোভয়ে দৃঢ় পদবিক্ষেপে মোক্ষের সন্ধানে চলেছেন, শ্রী শ্রী ব্রজানন্দ মহাপ্রভুজীউ যে "ভগবান স্বয়ম্ভু শিব" এ বিষয়ে তারা সকলেই নিঃসংশয়। সেই সমস্ত পূণ্যশীল ভক্ত পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ অথবা অনুভূতিলব্ধ প্রমাণ পেয়েছেন যে, শ্রীশ্রীব্রজানন্দ ঈশ্বর- কোটী অর্থাৎ অবতার বা অবতারের অংশ।

কলিযুগের উৎপত্তি হয়েছিল শুক্রবার মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে। ভগবান্ শ্রীশ্রী ব্রজানন্দের আবির্ভাবও শুভ মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে। একই মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রী শ্রী ব্রজানন্দের আবির্ভাব ও কলিযুগের উৎপত্তি- এক অপূর্ব তিথি সমন্বয়। বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, যখনই ভগবান সাকার দেহ পরিগ্রহ করে অবতার হয়ে পাপপঙ্কিলময় জগৎকে উদ্ধারকল্পে ধারায় অবতীর্ণ হযেছেন, এরূপ বিশিষ্ট তিথিতেই জন্মপরিগ্রহ করেছেন যুগে যুগে। ইতিহাস পর্যালোচনায় ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য এই প্রতীত হয় যে যাতে জগদ্‌বাসী সহজেই উপলব্ধি করতে পারে যে কোন দেবপ্রতীম সিদ্ধ মহাপুরুষ জীবকল্যাণের নিমিত্ত ধরায় এসেছেন অলৌকিক ঘটনাসম্বলিত এই বিশিষ্ট তিথিতে। পূণ্য বৈশাখী. পূর্ণিমা তিথিতে ভগবান বুদ্ধদেব নবরূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন। শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গদেব ফাল্গুনী পূর্ণিমা প্রদোষকালে শুভ্র পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ভুমিষ্ট হন। কথিত আছে সে সময় অন্তরীক্ষে "হরি" নাম কীর্ত্তন শ্রুত হয়েছিল। যীশুখ্রিস্টের জন্মের সময়ে প্রাচ্যদেশের আকাশে বিশিষ্ট নক্ষত্রের উদয় হওয়াতে তিনাজন সুধী ও জ্ঞানী ব্যক্তির উপলব্ধি হয়েছিল যে কোন ভগবদ্ সদৃশ মহাপুরুষ জন্ম পরিগ্রহ করেছেন ধর্মের গ্লানি অপনোদনের জন্য। নানারূপ মহামূল্য উপহার সম্ভার নিয়ে ঐ উদীয়মান নক্ষত্র পরিচালিত হয়ে তারা যীশুখ্রিস্টের জন্মভূমি বেথেলহেমে উপস্থিত হলেন ও

যীশুখ্রিস্টকে ভগবদজ্ঞানে পুজার্ঘ্য প্রদান করিলেন।

দ্বাপরযুগের অবতার ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রোহিণী নক্ষত্রাশ্রিত কৃষ্ণষ্টমী তিথিতে অস্বাভাবিক দুর্যোগপূর্ণ গভীর নিশীতে সুপ্তিমগ্না ধরণীর বক্ষে অধর্মের অতন্দ্র প্রহরীবেষ্টিত অবরুদ্ধ কারাবক্ষে অবতীর্ণ হলেন। মাতা দেবকী ও পিতা বসুদেব প্রত্যক্ষ করলেন দিব্য আভায় উদ্ভাসিত শঙ্খচক্র গদা, পদ্ম সমন্বিত নারায়ণের চতুর্ভূজ মূর্তি জন্ম পরিগ্রহ করিলেন পুত্ররূপে। ভগবান শ্রীশ্রী কৃষ্ণের জন্মের পূর্বে ও পরে নানারূপে দৈববাণী শ্রুত হয়েছিল।

ভগবান শ্রীশ্রী ব্রজানন্দের ঐশ্বরিক পূতজীবনের অধিকাংশ অলৌকিক ঘটনাবলী ও কার্য্যকলাপ নিগুঢ় রহস্যাবৃত ও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। তাঁর ঐশী শক্তির প্রচ্ছন্ন লীলা যতদুর উদ্ভাসিত হয়েছে, ইহাতে নিঃসংশয়ে এই প্রতিপন্ন হয় যে শ্রীশ্রী ব্রজানন্দ পাপী উদ্ধারের নিমিত্ত ও ধর্মসমন্বয়ের জন্য ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন ও অবতাররূপে পূজার্হ, বরেণ্য ও শরণ্য।

প্রায় ৪৫০০ বৎসর পূর্বে মার্গশীর্ষমাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীশ্রী কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি শ্রুত হয়েছিল। সেই দিব্য নিনাদ দিঙমন্ডল প্রকম্পিত করে কুরুপান্ডবের যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ধর্ম ও অধর্ম সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হইল। অর্জুর জ্ঞাতিনাশ কুলধর্মের উচ্ছেদ আশঙ্কায় সংগ্রামবি-মুখ হয়ে গান্ডীব পরিত্যাগ করে বিমর্ষ হয়ে রথে উপবিষ্ট রহিলেন। তখন দ্বাপরযুগের অবতার নররূপী ভগবান সারথি শ্রীকৃষ্ণ রথারূঢ় সংগ্রামবিমুখ শ্রী অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে কতই না উপদেশ দিলেন-দেহীর দেহের নশ্বরতা, মৃত্যুজনিত শোকের অযৌক্তিকতা; ও আত্মার অবিনশ্বরতা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিলেন; সমৃদ্ধিশালী নিষ্কন্টক রাজ্যও সুখসম্ভোগ যশস্পৃহা অর্জুনের হৃদয়ে উন্মেষ করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন, স্বধর্মপালনই প্রকৃত ধর্ম- এ সম্বন্ধে বেদশাস্ত্রাদি নিঃসৃত উপদেশ দিয়া অর্জুনের মনে ক্ষাত্রতেজ উদ্দীপনার চেষ্টা করিলেন কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই বিফল দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনার অবতারত্বের অবত-ারণা করিয়া বলিলেন- যখন যখন ধর্মের গ্লানির ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি দেহ পরিগ্রহ করে সাকার হয়ে অবতীর্ণ হই; সাধুগণের পরিত্রাণ, দুস্কৃতদের বিনাশ সাধন ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। আমাকেই সর্বজীবের সনাতন বীজ বলিয়া জানিবে। (বীজং মাং সর্বভূতানাম্ বিদ্ধি পার্থা সনাতনম্")

আমার ভক্তের কখনও বিনাশ নাই। "কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি" সুতরাং তুমি মদগত চিত্ত', মদ্ভক্ত ও মৎপুজক হও। "মন্মনাভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু"। যোগমায়ায় আবিষ্ট বলিয়া আমি সকলের নিকট প্রকাশ নহি; মূঢ় ব্যক্তিরা আমার অব্যয় অজ পরমস্বরূপ না জানিয়া আমাকে দেহধারী মানব বলিয়া গণ্য করে।

"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।
মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকোমামজমব্যয়ম্ ॥"

নিত্য দিনের পূজা অর্চনা

সঙ্গীতাঞ্জলী (গুরুদেবের চরণে নিবেদিত)

(ভোরের গান)

ভৈরবী-- একতালা

জাগরে জাগরে জাগরে মন বল ব্রজানন্দ হরে হরে ।
বল ব্রজানন্দ নাম, বলরে অবিরাম কলুষ যাইবে দূরে ।
ব্রজানন্দ হরি, ভবের কান্ডারী পতিতে পার করেন কৃপা করে ।
সময় থাকিতে চল ভব পারে বল ব্রজানন্দ হরে হরে ।
বল ব্রজানন্দ নাম, চল ব্রজানন্দ ধাম সংসার বাসনা ছেড়ে ।
জয় জয় ব্রজানন্দ চিন্ময় পরমানন্দ চৈতন্য চিদানন্দ
পরব্রহ্ম হরে ।
শ্রীগুরু ব্রজানন্দ, নমো নারায়ণ, সন্ন্যাসী জগৎ গুরু,
গাও সমন্বয়ে ।

শ্রীশ্রীমৎ ব্রজানন্দ স্বামীর

দুপুরের ভোগ আরতি ভজন

ভোর আরতি

ব্রজানন্দ মহাপ্রভুর আরতী সাজে
শঙ্খ. ঘন্টা, করতাল, মৃদঙ্গ বাজে ঐ
গায়ক প্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গে হরিদাস
অদ্বৈত আচার্য্য আর গায়ক শ্রীনিবাস ঐ
রামা আর সুন্দরানন্দ দেয় করতালি
মুকুন্দ আনন্দ হয়ে বাজায় হে মুরলী ঐ
চৌষট্টি মোহন্ত আর দ্বাদশ গোপাল
রতন সিংহাসনে ত্রিপুর দুলাল ঐ
চুয়া চন্দন ধূপদীপ গন্ধ সুভাস
আরতী করিতে দীন ভক্তের অভিলাষ ঐ

(ভজ) ব্রজানন্দ ব্রজানন্দ ব্রজানন্দ হরি,
রাধাকৃষ্ণ একাধারে হের নয়ন ভরি ।
ভজরে ভজরে মন ভজ ব্রজানন্দ,
জয় শম্ভু, জয় শম্ভু বল শ্রীরাধাগোবিন্দ ।
বৈঠল বৈঠল ঠাকুর বৈঠল ভোজনে
মাইরা আনে নানা দ্রব্য হরষিত মনে ।
বেত অগ্র, ভাজা বড়া, বেগুন কালিয়া
ছিম পাতরী, ডাল রসা, শুক্ত রাঁধিয়া ;
দধি দুগ্ধ ছানাবড়া খাইতে খাইতে -
মিষ্টান্নের বাটী (প্রভু) নিলেন নিজ হাতে ।
খাস্তা লুচি খাজা গজারুটি আর পরটা
রসগোল্লা রসকদম্ব সন্দেশ ও মন্ডা ।
সেবা অন্তে ব্রজানন্দ আচমন করিল,
চারু মাই চারু মাই বলে ফুকারি উঠিল ।
হুড়াহুড়ি করে সবে মাইরা আসিল ।
নগ্ন শিশু পিছে পড়ে কাঁদিতে লাগিল ।
একে একে ব্রজানন্দ প্রসাদ বিতরিল,
প্রসাদ নিয়ে ভক্তরা সব দণ্ডবৎ করিল ।
ভজরে ভজরে মন ভজ ব্রজানন্দ
কাঙ্গাল বেশে অবতীর্ণ শ্রীরাধাগোবিন্দ ।
হরে ব্রজানন্দ হরে হরে ব্রজানন্দ হরে
গৌর হরি বাসুদেব রাম নারায়ণ হরে ।

সমবেত উপাসনা

ওঁ জয়তু ব্রজানন্দ

ধ্যানম্

ওঁম সত্যং শিবং জ্ঞানমনন্ত মেকং
পাতকী নামুদ্ধারায় অবতীর্ণ যেন
শ্যামলপীত কলেবরং সিদ্ধাসন্ম
আনন্দরূপম ব্রজানন্দনম নম্যমি ॥

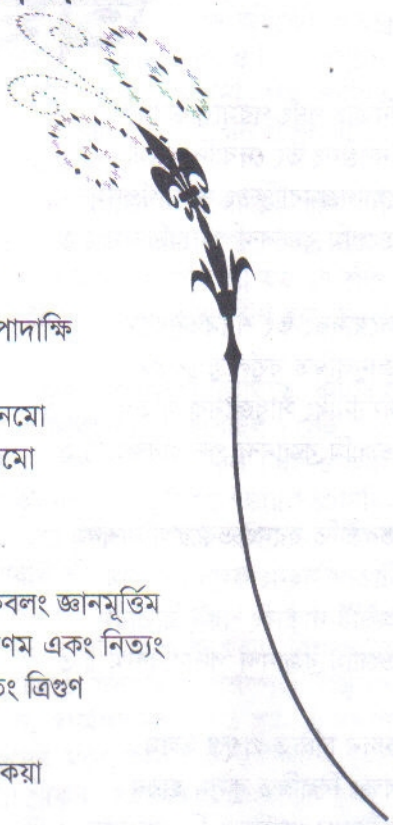

অঞ্জলী

ওঁম নমস্তে অনন্তায় সহস্র মূর্ত্তয়ে সহস্রপাদাক্ষি
শিরোর বাহবে সহস্রনাম্না পুরুষায়ঃ
স্বাশতে ঃ সহস্রকোটি যোগধারিন ওম্ নমো
নারায়ণং ভগবতে শ্রীগুরু ব্রজানন্দায় নমো
ওম নমঃ শিবায়ঃ ব্রজানন্দায় নম্ ঃ

প্রণাম

ওঁম নমো ব্রজানন্দনং পরমং সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম
দ্বন্ধাতিতং গগণ সদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষণম একং নিত্যং
বিমলাচলম সর্বদা সাক্ষিভূতং ভাবাতিতং ত্রিগুণ
রহিতং সদগুরুং ত্বং নমামি ॥
ওঁম অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া
চক্ষুর উম্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ
অখন্ডমন্ডলাকারম ব্যাপ্তং যেন চরাচরম
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমোঃ
গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বরঃ
গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমোঃ
ওঁম নমো ব্রহ্মণ্য দেবায়ঃ গোব্রাহ্মণ্য হিতায় চ-
জগতধৃতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ।
ওম কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরহে পরমাত্মনে
প্রণতঃ ক্লেশনাশায় গো বিন্দায়নমো নমঃ ॥
ওম নীলৎপল দলশ্যাম যশোদা নন্দনং গোপিকা
নয়নানন্দ গোপালং প্রণমাম্যহম ॥
হেকৃষ্ণ করুনাসিন্ধু দীনবন্ধু জগতপথে
গোপেশ গোপীকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে ॥

ভগবান বলেছেন ঃ
শোন পার্থ গীতায় কত গুজ্যনাম ধরে
গীতা নাম কীর্তনেতে সর্বপাপ হরে ॥
ভবাগ্নি ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গা ব্রহ্মবিদ্যা গীতা
অর্ধমাত্রা বেদত্রয়ী সাবিত্রীয় গীতা
চিদানন্দা পরানন্দা বিমুক্তি গেহিনী
পতিব্রতা ব্রহ্মা বলি ভ্রান্তি বিনাশিনী
সত্য ও তথার্থ জ্ঞান মঞ্জুরী নামেতে
যেন মোর শুদ্ধ গীতা খ্যাত ত্রিলোকেতে ॥ (৩ বার)
গীতা নাম জপে নিত্য স্থির চিত্তে যারা
নিত্য জ্ঞান সিদ্ধি লভে অন্তে মুক্ত তারা ॥
জয়গীতা (৩)
মন্ত্রহীনং ক্রীয়াহীনং ভক্তিহীনং গুরুদেবং
যৎপূজিতং মায়া দেবং পরিপূর্ণং তদস্তুমে (২) ॥

জয় ব্রজানন্দ হরে

ওঁ নমো ভগবতে শ্রীশ্রীব্রজানন্দায় ।

শ্রীশ্রীব্রজানন্দাষ্টকম্

(১)

ব্রজচারণ-মানসমুগ্ধকরং
চরণাশ্রিত-সেবকত্রাণকরম্ ।
ব্রজভাবুক-গৌরববৃদ্ধিকরং
প্রণমামি হরিং "ব্রজ" কল্পতরুম্ ॥

(২)

পরমেশগুরো ! কুলপালনকং
পরমাত্মযুতং শিবনামধরম্ ।
করুণাময়াতাং হৃদিভাবনকং
প্রণমামি গুরুং ব্রজানন্দরূপম্ ॥

(৩)

ভবসাগরতারণকারণকং
গলমাল্যসুশোভিতগাত্রতটম্ ।
সিতচন্দনভূষিতভালতটং
প্রণমামি শিবং ব্রজানন্দরূপম্ ॥

(৪)

অজিনাসনগৈরিকবস্ত্রধরং
ভববন্ধনমোচনকারণকম্ ।
রসভাবুকভাবনসিদ্ধিকরং
প্রণমামি গুরুং ব্রজানন্দশিবং ॥

(৫)

ভব-তাপন তাপিত-তাপহরং
বরদানরতং জনপাপহরম্!
মলনাশকরং শুভদানকরং
প্রণমামি হরং ব্রজানন্দরূপম্ ॥

(৬)

শরণাগতদীনজনার্ত্তিহরং
সুরলোকগতৌ স্থিরবুদ্ধিযুতম্ ।
নরলোকসুরং ভয়নাশকরং
প্রণমামি গুরুং ব্রজানন্দরূপম্ ॥

(৭)

সত্যং শুদ্ধং নিয়তবিমুক্তং
প্রেমিকহৃদয়-রঞ্জনকম্ ।
বেদবেদাঙ্গশাস্ত্রনিপুণং
প্রণমামি গুরুং ব্রজানন্দরূপম্ ॥

(৮)

ভবাব্ধিতরণি-শ্রীপাদযুগলং
দীনহীনদাসকেবলসম্বলম্ ।
কৃপয়া বিতর সর্ব্বগুণাকর !
ত্বং হি ধরাতলে পতিতশরণ্ম ॥

ব্রজানন্দের লীলার কথা

ধামশ্বরী প্রমীলা মাই

[শায়েস্তাগঞ্জ-সিলেট-দেউন্দি চা বাগানে কর্মরতা আমাদের গুরু বোন প্রমীলাদির লেখা "ব্রজানন্দের লীলার কথা" নিম্নে উদ্বৃত্ত করা হইল -সম্পাদক]

গত ১৩৬৮ বাংলা ৭ই বৈশাখ আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে আশ্রয় পাই। তারপর হইতে যে যে লীলা দেউন্টি চা-বাগানে হয়েছে তা অনেকটা স্মরণে আছে তাই আমি লিখে রেখেছি। যদি কেউ জানেত চান জানতে পারবেন। অবশ্য লেখার মত আমার জ্ঞান নাই; তথাপি মনের আবেগে লিখে রেখেছি। ঠাকুর নিজেও সেগুলো দেখেছেন এবং ছাপানোর জন্য বলেছিলেন। আমার ভাগ্যে আর তা হয়ে ওঠে নাই। বুড়াশিব বাড়ীর (ঢাকা) চিত্তদা জানালেন, "গুরুধামঃ পত্রিকা আবার প্রকাশ করা হবে। যদি কেউ কিছু লিখতে চান তবে পাঠাবেন।" পাঠক-পাঠিকা নিজগুলে দোষত্রুটি ক্ষমা করিবেন।

সাম্প্রতিক কালের দুই একটা লীলার কথা লিখছি। ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪ সাল শ্রীশ্রীঠাকুর এখানকার বটতলায় উৎসব করেন। এক শ্রীহস্তে ত্রিশূল স্থাপিত করেন। ত্রিশূলের তলে শ্রীশ্রীঠাকুরের পদ চিহ্ন রাখা হয়। তারপর হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর দেউন্দি শুভাগমন করিলেই বটতলায় উৎসব হয়। বিরাট উৎসব। গত ১৩৮২ শিব চতুদর্শী দিন আসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইতি পূর্ব্বে আসন ছিল না। ঐ বৎসর আমাদের বাগানের শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র নারায়ন চৌধুরী নিজ খরচায় ঠাকুরের মন্দির তৈয়ার করে দেন। তিনি আগে ছিলেন সুপারিণটেনডেন্ট অফিসের বড় কেরাণী। বর্তমানে ঠাকুরের অসীম কৃপায় তিনি আমাদের দেউন্দি কোম্পানীর প্রশাসক হিসাবে কাজ করেন। এই কাজ তিনি সংগ্রামের পরেই পয়েছেন। ঠাকুর যে কত দয়ালু আমাদের ভাব ধারার মধ্যে আনবার শক্তি নাই।আসন প্রতিষ্ঠার পর হইতে রোজ বট তলায় সেবা পূজা দেওয়া হয়। প্রত্যেক পূর্ণিমাতে লুট দেওয়া হয়। শ্রীশ্রীশিবরাত্রিতে ঐ বটতলায় উৎসব উদযাপন করা হয়। অন্ত-উদয় "হরে ব্রজানন্দ হরে। হরে ব্রজানন্দ হরে। গৌরহরি বাসুদেব। রামনারায়ন হরে।" নাম কীর্ত্তন করা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অপর একটি আশ্চর্য্য লীলা। ১৩৮২ সাল হঠাৎ একদিন আমার চোখে পড়ল- বট গাছের নীচে একটা জায়গায় শ্রীশ্রীমা কামাক্ষা দেবীর পিঠ স্থানের আকৃতি। দেখে কয়েকদিন নিরব রইলাম। অম্বুবাচির সময় রোজ পূজা দিতে গেলাম এবং লক্ষ্য করতে থাকলাম। গুরু কৃপায় আমার সেই জায়গা অন্য রকম মনে হতে লাগল। আমি সত্যি মার পিঠস্থান জ্ঞানে দর্শন করেছি। আরো কয়েক জনকে দর্শন করায়েছি। সবাই তাই অনুমান করেছেন। ঠাকুরের কৃপায় আমার কামাক্ষা একবার দর্শন হয়েছিল– তাই অনুমান করতে পেরেছি। তাও মার কৃপা। হয়ত কেউ এটা বিশ্বাস নাও করতে পারেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস এমন একদিন আসবে, অনেক দূর দেশ থেকে মানুষ দরশণ করতে ছুটে আসবে। ঠাকুর নিজের শ্রীমুখে বলেছেন "বটতলা সিদ্ধ পিঠ"। তা কি কখনও মিথ্যা হতে পারে? এতদিন ঠাকুরকে এই কথা লিখি নাই। কারণ ভেবেছিলাম দেউন্দি শুভাগমন করলেই নিবেদন করব। কিন্তু শুভাগমন কবে করবেন, সে অপেক্ষা করবার ধৈর্য্য রাখতে পারলাম না তাই আজ ঠাকুরকে লিখেছি। ঠাকুরত অন্তর্য্যামী, সবই জানেন।

ঠাকুর নিজে শ্রীমুখে বলছেন "রাধা-কৃষ্ণ একাধারে দর্শন কর। বিশ্বাস কর।" কই আমরা কি বিশ্বাস করি? আজ চোখে আঙ্গুল দিয়ে বট-বৃক্ষের মধ্যে তার প্রমাণ দেখাচ্ছেন। তবুও এমনি অন্ধ আমরা দেখিয়াও দেখি না, বুঝিয়াও বুঝি না। আমার দীক্ষার পর একখানা বই লিখেছিলাম ঠাকুরের লীলামৃত। সেই বই এর নাম দিয়েছিলাম "শ্রীশ্রীব্রজানন্দের গুপ্ত বৃন্দাবনের লীলা কথা"। এখন দেখছি, সত্যি গুপ্ত বৃন্দাবন। সব লীলা লেখবার মত ক্ষমতা আমার নাই। এইবার কার্ত্তিক মাসের পূজা দিন বটতলায় বিরাট উৎসব হয়। তাও ঠাকুরের অলৌকিক লীলা। আমার দীক্ষার পর থেকেই কার্ত্তিক মাসে নিয়ম সেবা দেই এবং ভোরে ঠাকুরকে মঙ্গল আরতি দিয়া নগর পরিক্রমা করা হয়। বটতলা একমাস পর্যন্ত পূজার সময় সামান্য ভাবে উৎসব করা হয়। ঠাকুরের ধামেই। এইবার

সবগুরু ভাই বোনরা মেতে উঠলেন বটতলা উৎসব করার জন্য। গুরু ভাই বোনরা যে যা পারেন চাঁদা তুলতে আরম্ভ করলেন, কিছু যোগাড় হলো। কিন্তু সকলের মন ভেঙ্গে গেল এই নিয়ে যে, বটতলা কিভাবে উৎসব হবে? একদিন নগর পরিক্রমার সময় আমাদের গুরু বোন "পুতুল মনিঃ দেখতে পেল একজন সন্ন্যাসী গেরুয়া পরা কমণ্ডলু হাতে খড়ম পায়ে কীর্ত্তনের পেছনে গুন গুন করে গান গেয়ে চলেছেন। সে দেখে ভয় পেয়ে সরে গেল। পরদিন আমাকে কথাটা বলল। আমি তখনি বললাম- আর চিন্তা নাই। ঠাকুর ভিক্ষায় বের হয়ে গেছেন। সত্যি কি ভাবে যে সব যোগাড় হলো চিন্তাই করা যায় না। চতুর্দ্দিক থেকে টাকা, জিনিস পত্র আসতে আরম্ভ হলো ধারণার বাইরে। কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন উৎসব আরম্ভ হলো উদয় অস্ত নামযজ্ঞ মাইক দিয়া। সে কি বিরাট মেলা, দেখতে বিশ্বাস হবে না। ঐ দিন আমাদের বাগান ছুটি দেওয়া হলো। আমাদের কাছে বাগান আরো ২টা তাও ছুটি হলো। চারপাশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই এসে বটতলা হাজির হলো। লোকে লোকারন্য। নামের যে কি মহিমা আমাদের সাধারণ জ্ঞানে বুঝবার উপায় নাই। আমাদের বাগানের মুসলমান উপরস্থ অফিসারো পর্যন্ত এসে উৎসব দর্শন করেছেন। কি যে আনন্দের বন্যা ছুটেছিল লেখে ব্যক্ত করার মত ভাষা নাই। ইংরেজ সাহেব পর্যন্ত আনন্দে কেউ ১০০, কেউ ২০০ টাকা বরা করে বটতলা দিয়ে এসেছেন। হিন্দু মুসলমান কোন ভেদ ছিল না। ১০/১২ মন ডাল চাউল সিদ্ধ হয়েছে। ছোটখাট আর কত কি আছে লেখবার শক্তি আমার নাই। কেবল ঠাকুর অসীমা কৃপা করেছেন বলে এইটুকু লিখতে সাহস পেয়েছি। লিখতে গেলে অনেক জ্ঞানের দরকার সেই জ্ঞান আমার জানা নাই। তথাপি ঠাকুরের লীলা কীর্ত্তন করতে প্রাণ আনন্দে নেচে উঠে। তাই কিছু লিখে ফেলেছি। গুরু ভাই-বোনেরা ভুলত্রুটির জন্য আমাকে কৃপা করে ক্ষমা করবেন।